অজান্তে

বনফুল

সেদিন আফিসে মাইনে পেযেছি।

বাড়ি ফেরবার পথে ভাবলাম 'ওর' জন্যে একটা 'বডিস' কিনে নিযে য়াই। বেচারী অনেক দিন থেকেই বলছে।

এ – দোকান সে – দোকান খুঁজে জামা কিনতে প্রায সন্ধ্যা হযে গেল। জামাটি কিনে বেরিযেছি, বৃষ্টিও আরম্ব হ'ল। কি করি, দাঁড়াতে হ'ল। বৃষ্টিটা এক্টু ধরতে, জামাটি বগলে ক'রে, ছাতাটি মাথায দিযে য়াচ্ছি। বড় রাস্তাটুকু বেন এলাম, তার পরই গলি, তা – ও অন্ধকার।

গলিতে চুকে অন্যমনস্ক হযে ভাবতে ভাবতে য়াচ্ছি, অনেকদিন পরে আজ নতুন জামা পেযে তার মনে কি আনন্দই ন হবে। আমি –

এমন সময হঠাৎ একটা লোক ঘাড়ে এসে পড়ল। সেও প'ড়ে গেল, আমিও প'ড়ে গেলাম, জামাটা কাদায মাখামাখি হযে গেল।

আমি উঠে দেখি, লোকটা তখনও উঠে নি, উঠবার উপক্রম করছে। বাগে জামার সর্বাঙ্গ জ্ব'লে গেল, মারলাম এক লাথি।

রাস্তা দেখে চলতে পার ন সুযার?

মারের চোটে সে আবার প'ড়ে গেল, কিন্তু কোন জৰাব করলে ন। তাতে আমার আরও রাগ হ'ল, আরও মারতে লাগলাম।

গোলমাল শুনে পাসের বাড়ির এক দূযার খুলে গেল। হাতে এক ভদ্রলোক বেরিযে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি মসাই?

দেখুন দিকি মসাই, রাস্কেলটা আমার এত টাকার জামাটা মাটি ক'রে দিলে। কাদায মাখামাখি হযে গেছে একেবারে। পথ চলতে জানে না, ঘাড়ে এসে পড়ল।

কে – ও? ওঃ, থাক মসাই, মাপ করুন, ওকে আর মারবেন ন । ও বেচারা অন্ধ বোবা ভিখারী, এই গলিতেই থাকে।

তার দিকে চেযে দেখি, মারের চোটে সে বেচারা কাঁপছে, গা-ময কাদা। আর আমার দিকে কাতরমুখে অন্ধদৃষ্টি তুলে হাত দুটি জোড় ক'রে আছে।